দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

18

সরকার কি বলবেন

চট্টগ্রামে একটি উচ্চবিদ্যালয় আছে। প্রায় দেড় শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের অর্থানুকূল্যে। তৎকালে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলিমদের উচ্চশিক্ষিত করার মানসে হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের দানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আজীবন কৌমার্যধারী এই মহানুভব ব্যক্তি হুগলীর ইমামবাড়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

এই বিদ্যালয়টিতে তৎকালে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন চালু ছিল, এখনও আছে। এখানে শুধু মুসলিম ছাত্র ভর্তি করা হত। শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র সকলেই মুসলিম। এটা অতীতের হিন্দু কলেজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৎকালে হিন্দু কলেজে কোন মুসলিম ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজ ছিল, কিন্তু মুসলমান শিক্ষক ছিল না। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় এই একপেশে ব্যবস্থাটা কালক্রমে উঠে গিয়েছিল। কলেজটির নাম পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্সী কলেজ রাখা হয়। কিন্তু কালের পরিবর্তনের হাওয়া মনে হয় এ বিদ্যালয়টিতে লাগেনি।

আলোচ্য স্কুলটির নাম চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়। পরিবর্তনের হাওয়া যে লাগেনি তার আর একটি সাম্প্রতিক প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ে কয়েকজন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কিছু অভিভাবক আর ছাত্র এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 'ধর্ম গেল' 'ধর্ম গেল' বলে শোরগোল তোলা হচ্ছে। এর আগেও একবার মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল; কিন্তু কিছু অভিভাবক ও ছাত্রের প্রতিবাদে তারা আর কাজে যোগ দিতে পারেননি।

এবার প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা এবং বিরোধীদলীয় প্রধানও একজন মহিলা। সম্ভবত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এতে উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন মহিলা শিক্ষক পুনরায় নিয়োগ করেন। এতে রুষ্ট হয়েছেন কিছু অভিভাবক। বেশকিছু অভিভাবক ও ছাত্র এর প্রতিবাদ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন।

ইতিপূর্বে এরশাদ সরকার আমলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিবাদ হলে সরকার পিছু হটেছেন। এতবড় একটা ঘটনা দেশবাসী জানতে পারেনি। পাছে এরশাদী ধর্মরাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়। ধর্মীয় অনুভূতি শিক্ষয়িত্রী নিয়োগে ক্ষুণ্ন হবে এটা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলেজে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ফলে ধর্মের ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায় না। অথচ এই মধ্যযুগীয় মানসিকতা দূর করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অভিভাবকদের সচেতন করার চেষ্টা করা হয়নি। ছাত্রদের কূপমণ্ডুক করে রাখা হয়েছে। প্রতিবাদলিপিতে ছাত্রদের স্বাক্ষর তাই প্রমাণ করে। তবে এই স্কুলে কি শিক্ষা দেয়া হয়? সে শিক্ষা জাতীয় জীবনে কী প্রভাব ফেলে সরকার বা কর্তৃপক্ষ তা ভেবে দেখছেন না।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী ছাড়াও মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য আছেন। সরাসরি নির্বাচনেও মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

চট্টগ্রামে নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি মহিলা সংগঠনের শাখা আছে। স্থানীয়ভিত্তিক মহিলা সংগঠনও নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে। এই যে চুপে চুপে একবার মহিলা শিক্ষকের নিয়োগটি বানচাল হল মধ্যযুগীয় মানসিকতার কারণে, তা নিয়ে কোন কলরব শোনা যায়নি। তাদের কানে কি কিছু পৌঁছায়নি?

মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে কি সংসদে তাদের অধিকার কায়েম করার জন্য, না সমাজে তারা নারীর অধিকার কায়েমে যত্নবান হবেন, বাধা-বিপত্তি ও কূপমণ্ডুক ধারণার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াবেন এ জন্য? নতুবা বিংশ শতকের শেষ দশকে এসে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই কীভাবে দিয়ে পার পাওয়া যায়। এর জবাব তারা দিবেন কি? আর আমাদের দেশের মহিলা সংগঠনগুলো এসব খবর রাখেন না এটাও বা কেমন কথা?

এসব বিতর্ক থাক। আমরা দেখতে চাই সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এ ব্যাপারে নারীসমাজের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসেন কিনা। ধর্ম ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্রয় দেয়া হবে না, সরকারের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি আমরা চাই।